প্রথম আলো

তারিখ 09 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

গণসাক্ষরতা অভিযানের মতবিনিময় সভা

রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গত দেড় দশকে বাজেটের আকার বাড়লেও ২০১০ সালে শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কমেছে। শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ অর্থ যা-ই হোক না কেন, তা-ও ঠিকমতো বাস্তবায়িত হয় না।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর শিরডাপ মিলনায়তনে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'শিক্ষার বাজেট, বাজেটের শিক্ষা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এমন অভিমত দেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের ম্যানেজার (শিক্ষা) খোন্দকার লুৎফুল খালেদ। তিনি বাজেটে শিক্ষা খাতের গত কয়েক বছরের বিভিন্ন বরাদ্দের গতি-প্রকৃতি এবং ২০১৪ সালের বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রাশেদা কে চৌধুরী জানান, সভা থেকে পাওয়া সুপারিশ সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় অন্তরায় শিক্ষা প্রশাসন। এ প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা না হলে শিক্ষানীতি যথাযথ বাস্তবায়ন অসম্ভব। অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন, জিডিপির ৬ শতাংশ এবং বাজেটের ২০ শতাংশ অবশ্যই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা উচিত। কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে শিক্ষায় বরাদ্দ কমছে।

সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা মীর্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি শিক্ষার চেয়ে জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে।

টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, দেশে দুর্নীতির কারণেই বাজেটের ২ শতাংশ অর্থ ও নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে জিডিপির ২ শতাংশ অর্থ অপচয় হয়।

সভায় আরও বক্তব্য দেন বিআইডিএসের সাবেক গবেষক আসাদুজ্জামান, গণসাক্ষরতা অভিযানের মনজুর আহমেদ, সিপিডির মো. জাহাঙ্গীর। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় আয়োজিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা।